পূর্ব মেদিনীপুর
আনন্দবাজার পত্রিকা

১৮ ভাদ্র ১৪৩০ সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ RMIE

উপকূলে কোথায় ভেদা মাছ, বকড়া গাছ ক৪

এক নজরে

আরও খবর পৃ: ক২

- ফুটপাতে গাছের গুঁড়ি
- বৃষ্টি চায় অর্থনীতি

কোলাঘাটে বামেদের প্রতিবাদ মিছিল। *ছবি: দিগন্ত মান্না*

প্রতিবাদ মিছিল

কোলাঘাট: এলাকার সমস্ত বেহাল রাস্তা মেরামতি, কোলাঘাট কলেজে ছাত্র নির্বাচন -সহ একাধিক দাবিতে রবিবার মিছিল করল এসএফআই এবং ডিওয়াইএফ। কোলাঘাট নেতাজি মূর্তি থেকে মিছিল শুরু হয়ে কোলাঘাট সেতুর কাছে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কোলাঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক ইব্রাহিম আলি।

বিজয় মিছিল

পাঁশকুড়া: মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছে বিজেপি। এ দিন মাইশোরার গোপালহাজরা থেকে মাঠ যশোড়া পর্যন্ত বিজয় মিছিল করল বিজেপি। মিছিলে পা মেলান মাইশোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান সহ শতাধিক বিজেপি নেতা কর্মী। নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা সিন্টু সেনাপতি, জেলা পরিষদ সদস্য অলোক দোলই প্রমুখ।

শিশু পাচারে আটক

পটাশপুর: সদ্যোজাতকে পাচারের ঘটনায় পুলিশ আগেই এগরার এক নার্সিংহোম মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছিল। পাচার হওয়া শিশুর মা ও মামা দাদুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বার নতুন তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। নবজাতক মৃত বলে জানানো হয়েছিল রোগীর পরিবারকে। দেহ ফেলার জন্য শিশুর মামা ও দাদুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নেয় নার্সিংহোম। অথচ, সেই শিশুকে রাতেই নার্সিংহোম থেকে পাচার করা হয়েছিল। । শনিবার রাতে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ শিশুর মামা, দাদু ও মা-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

বিজ্ঞান শিবির

তমলুক: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিজ্ঞান শিবির হল ময়নায়। রবিবার ময়নার পূর্ণানন্দ বিদ্যাপীঠে এই শিবির আয়োজন করে ময়না পি সি রায় সায়েন্স সোসাইটি । শিবিরের উদ্বোধন করেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কার্যকরী সভাপতি গুরুপ্রসাদ জানা । ময়না ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড়'শ ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশ নেয় । আগামী ৭ সেপ্টেম্বর তমলুকে 'ইন্ডিয়া মার্চ ফর সায়েন্স' নামে একটি কর্মসূচি হবে।

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও। 80177 41234 এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না

সাত দিনে সাত কাহন

সোমবার................ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ
মঙ্গলবার.................... মাঠে ময়দানে
বুধবার.............................. খেতখামার
বৃহস্পতিবার......................ক্যাম্পাস
শুক্রবার............................ কৃতিকথা
শনিবার.................................... কড়চা
রবিবার......................... ছোটদের পাতা
চোখ রাখুন চারের পাতায়

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
৩২°
সেলসিয়াস

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩৬.৪° (+৫)
সর্বনিম্ন ২৬.৮ (+১)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮১% ও ৬৬%
বৃষ্টিপাত হয়নি

ঘুরে দাঁড়াতে ধর্ষিতা ও সন্তানের চাই সাবালক সমাজব্যবস্থা

শাশ্বতী ঘোষ

নারী অধিকার আন্দোলন কর্মী

বেণী দুলিয়ে কলকল করে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ইস্কুলে যাওয়া-আসার পরিবর্তে দ্বাদশী কিশোরী আজ ধর্ষণের শিকার হয়ে আদালতের রায়ে গর্ভপাত করাতে যায়! কিন্তু তার শরীরের অবস্থা আর গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা বিচার করে শেষ পর্যন্ত গর্ভপাত করানো গেল না, জন্ম হল এক কন্যাসন্তানের।

মেয়েটি গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল। ধর্ষকেরাও নাবালক। কিন্তু অপরাধীর তকমা তো পড়ে গেল তাদের গায়ে। বালিকার পরিবার তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাবে বললেও তার সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাকে হয়তো তুলে দেওয়া হবে কোনও হোমের কাছে। অর্থাৎ, এক সঙ্গে একাধিক জীবন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, অনভিপ্রেত এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

যখন এই কিশোরী শরীরে-মনে গভীর ক্ষত নিয়ে বাড়ি ফিরে নতুন করে জীবন শুরুর চেষ্টা করবে, তার পাশে কে থাকবে ওই ক্ষত মুছিয়ে নতুন জীবনে ফেরার পথ করে দেওয়ার জন্য?

যে আর্থ-সামাজিক স্তরে তার অবস্থান সেখানে এখনও আমাদের দেশে খুব অল্প মানুষেরই এই অত্যাচারিত মেয়েদের অতীত ভুলিয়ে সুস্থ ভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা রয়েছে। সাবালক সমাজব্যবস্থার একটা ঔদার্য্য থাকে। সেখানে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা মর্যাদা পায়, নিন্দিত হয় অপরাধী।

আর অপরিণত সমাজ তার উল্টো। সেখানে অত্যাচারিত চলে আসবে নিন্দা-বিদ্রূপ-কটাক্ষের কেন্দ্রে। আত্মীয়-চেনাপরিচিত প্রায় প্রত্যেকে কারণ-অকারণে মনে করিয়ে দেবে তার যন্ত্রণার অতীত। মুখরোচক খোশগল্পের বিষয়বস্তু হবে তার যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। তার নতুন করে বাঁচার পথে বার-বার দেওয়াল তোলা হবে। ভেঙে দেওয়া হবে তার আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান। শুধু তাই নয়, ধর্ষিতার সন্তানের কাছেও পথচলার প্রতিটি বাঁক হবে বড় কঠিন, সঙ্কটময়।

তবু তো এই কিশোরীর কথা সামনে এসেছে। সে পাশে পেয়েছে তার পরিবারকে। কিন্তু এ রকম বহু কিশোরী প্রায় প্রতিদিন গা-গঞ্জ-শহরে একই রকম অত্যাচারের শিকার হয়ে মুখ লুকিয়ে হারিয়ে যায়। তাঁদের পরিবার ঘটনা গোপন করে হয়তো অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে দেয় বা বিয়ে দিয়ে দেয়, বা তাকে পরিত্যাগ করে।

এমনকি পরিবারের বা পাড়ার বা গ্রামের 'সম্মানরক্ষায়' ধর্ষণকারীকে বিয়ে করতেও বাধ্য করে। বিচার পাওয়ার পরিবর্তে অত্যাচার-পাচার-বারবার ধর্ষণের আবর্তে তলিয়ে যায় সেই সব কিশোরীরা।

অনেক কিশোরী আবার শুধুমাত্র বয়ঃসন্ধির কৌতূহলে শরীর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে মা হয়ে যায়। আবার সেই কৌতূহল, যৌনতা সম্পর্কে বিকৃত ধারণা থেকে ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ করে ফেলে কিছু নাবালক। যার দাম তাদের সারাজীবন ধরে দিয়ে যেতে হবে। অথচ, এমন তো হওয়ার কথা নয়। বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরীদের জন্যই 'অন্বেষা ক্লিনিক' খোলা হয়েছিল, যেখানে যাতে নিজের শরীর নিয়ে ঠিক কথাগুলো তারা জানতে পারে। কিন্তু তাতে কতটা কাজ হল? যে কিশোরীরা যৌন নিগ্রহের শিকার, তাদের পাশে থাকার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা করতে পারছি?

অভিযোগ তুলে নেওয়ার চাপ, অভিযোগ নিয়ে টালবাহানা, পুলিশি হেনস্থা, আদালতে দিনের পর দিন হাজিরা, আত্মীয়-পরিজনের উদগ্র কৌতূহল, অতিরিক্ত সহানুভূতি তাকে বিধ্বস্ত করে। সেই সঙ্গে আবছা হতে থাকে ভবিষ্যতের পথ।

এই সময় বরং পরিবার,পরিজন, পাড়াপড়শি, ইস্কুল – সবার থেকে পাশে থাকার বার্তা আসা দরকার যে, 'দোষী তুমি নও। দোষী তোমার নিগ্রহকারীরাই।' তবেই কিন্তু এই মেয়েদের জীবন আবার নতুন খাতে বইতে পারবে। এই মোবাইলশাসনের যুগে, শরীর ভার্চুয়াল মাধ্যমে সহজলভ্য হয়ে কিশোর-কিশোরীদের আকাঙ্খা, ভ্রান্ত যৌন আগ্রহ বাড়ছে, নিগ্রহ বাড়ছে, কিন্তু সতর্কতা বাড়ছে না। জীবন দিয়ে সেই শিক্ষা পেতে বাধ্য হচ্ছে কিশোরীরাই, আর অপরাধেরকালিমেখেকিশোররাও।

সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। কিন্তু টানা বৃষ্টির জন্য শুকনো হয়নি মাটি, জোরকদমে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ, মহিষাদলের ইছাপুরের পটুয়াপাড়ায়। *ছবি : পার্থপ্রতিম দাস*

আবাসের টাকায় দোকান, অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাঁশকুড়া

নিয়ম ভেঙে তৈরি হয়েছে এই দোকান, অভিযোগ

বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু নিয়ম ভেঙে সেই টাকায় ব্যবসা করতে দোকানঘর বানালেন এক উপভোক্তা। ঘটনার কথা জানার পর প্রকল্পের শেষ দফার টাকা আটকে দিয়ে উপভোক্তার থেকে সমস্ত টাকা ফেরত চাইল পাঁশকুড়া পুরসভা।

পাঁশকুড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রানিহাটির বাসিন্দা শেখ সালাউদ্দিন ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি জন্য টাকা পেয়েছিলেন। বাড়ির জন্য মোট বরাদ্দ হয় ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। বাড়ি তৈরির বিভিন্ন ধাপে উপভোক্তাকে টাকা দেওয়া হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ির কাজ শেষ হওয়ার পর উপভোক্তাকে শেষ দফার টাকা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি পাঁশকুড়া পুরসভার নজরে আসে, ওই ব্যক্তি সরকারি টাকায় যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করেননি। বরং তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দোকান তৈরি করেছেন। চারটি শাটার দেওয়া সেই বাড়ির দেওয়ালে একটি বোর্ড লাগানো হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে, প্রধান মন্ত্রীর আবাস যোজনার 'সবার জন্য বাড়ি' প্রকল্পে পাঁশকুড়া পুরসভা তাঁকে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা দিয়েছে।

বিষয়টি নজরে আসার পরই পাঁশকুড়া পুরসভা উপভোক্তার বাড়ির শেষ দফার টাকা আটকে দিয়েছে। অবিলম্বে ওই উপভোক্তাকে বাড়ির সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে পাঁশকুড়া পুরসভা। পুরসভার চেয়ারপার্সন নন্দ কুমার মিশ্র বলেন, "ইতিমধ্যে ওই উপভোক্তাকে নোটিশ পাঠিয়ে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে। টাকা ফেরত না দিলে আমরা ওঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করব।" যদিও শেখ সালাউদ্দিনের দাবি, "দোকান বাড়ি নয়।থাকার জন্যই বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।"

বিজেপির ভয়ে ঘরছাড়া তৃণমূল

আনন্দ মণ্ডল

তমলুক

গোটা জেলায় পঞ্চায়েত ভোটে শাসক দলের আধিপত্য। অনেক জায়গাতেই তৃণমূলের ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছেন না বিরোধী দলের কর্মীরা। কিন্তু ময়নার বাকচায় রাজনৈতিক উলটপুরান। সেখানে বিজেপির ভয়ে তৃণমূলের বহু কর্মী-সমর্থক দীর্ঘ দিন ধরে ঘরছাড়া।

ময়নার ১১টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে ৯টিতে তৃণমূল জয়লাভ করলেও বাকচা এবং লাগোয়া গোজিনা গ্রামপঞ্চায়েতে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। তার পরেই সেখানে শাসক দলের প্রায় শতাধিক কর্মী বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রাণের ভয়ে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকের একটা বড় অংশ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। এদেরএকাংশ ময়না বাজার তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন । একাংশ ভিন রাজ্যে কাজে চলে গিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর ।

ময়নার বাকচা, নন্দীগ্রাম, কাঁথি ও তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের মতো কিছু এলাকায় বিজেপি জয়ী হয়ে একাধিক গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতা দখল করেছে। গত কয়েক বছর ধরে বাকচা এলাকা রাজনৈতিক সংঘর্ষপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। তৃণমূল-বিজেপির সংঘাতে দু'পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও খুনোখুনির ঘটনাও ঘটেছে ।

ভোটের ফল প্রকাশের পরে প্রায় দেড় মাস পার হতে চললেও তৃণমূলের ঘরছাড়া কর্মীদের অনেকেই এখনও বাড়িতে ফিরতে পারেননি বলে অভিযোগ। এ নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রের খবর, বাকচা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার প্রায় দু'শতাধিক কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অল্প কয়েক জন বাকচার বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু প্রায় ৭০-৮০ জন ঘরছাড়া হয়ে ময়নায় দলীয় কার্যালয় সহ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। ঘড়ছাড়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বেশীর ভাগই বাকচা ও গোড়ামহল গ্রামের। ওই ঘরছাড়াদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে নাজেহাল অবস্থা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের । ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব ঘড়ছাড়া কর্মী-সমর্থকদের ফেরাতে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সাহায্য চাইলেও বাড়ি ফেরার পরে তাঁদের নিরপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত শনিবার বাকচায় তৃণমূল ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের ঘরছাড়াদের একাংশ বাড়ি ফেরার চেষ্টা করলে বিজেপির লোকজন বাধা দেয় । যার জেরে দু'পক্ষের মধ্যে গোলমাল ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বাকচায় ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ফেরানো নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে মানছেন তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব । ময়না ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সন্দীপব্রত দাস বলেন, "বাকচা ও গোজিনা গ্রামপঞ্চায়েত আমাদের হাতছাড়া হয়ে বিজেপির দখলে গিয়েছে। বাকচায় আমাদের দলের শতাধিক কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন। তাঁদের বাড়ি ফেরাতে সমস্যা হচ্ছে।"

বিজেপির বাকচা অঞ্চল আহ্বায়ক তথা নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য উত্তম সিংহের দাবি, "বাকচার তৃণমূলের যে সব কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া হয়েছেন তাঁরা নিজেরাই পালিয়েছেন। তাঁদের কাউকেই ঘরছাড়া করা হয়নি। এঁদের মধ্যে প্রায় ২০ জন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরে এসেছেন। বাকি যাঁরা ঘরছাড়া তাঁদের মধ্যে ১৮ জনকে বাড়ি ফেরানো নিয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে।"

উত্তমের কথায়, "ওরা গত ১ মে আমাদের দলের নেতা বিজয় ভুঁইয়া খুনে ও এলাকায় নানা অশান্তির ঘটনায় জড়িত রয়েছে। তাই এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে এদের বাড়ি ফেরানো নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সব ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মী-সমর্থক বাড়িতে ফিরেতে পারেন।"

বিকল পথবাতি, বাড়ছে অপরাধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

হলদিয়া

দীর্ঘদিন ধরেই বিকল শিল্পশহরের বহু পথবাতি। সন্ধ্যা হলেই এলাকা ডুবছে অন্ধকারে। সেই সুযোগে বাড়ছে অপরাধ প্রবণতাও। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনকেই দুষছেন স্থানীয়রা। নামেই 'কর্পোরেট' শহর। অথচ হলদিয়া পুর-এলাকা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু পথবাতি দীর্ঘদিন ধরেই বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভেঙেও গিয়েছে অধিকাংশ পথবাতি। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা এলাকা। শহরবাসীর অভিযোগ, হলদিয়া পুর-এলাকার ১৩, ১৭, ২৩, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়কে বহু পথবাতি খারাপ। প্রশাসনের কাছে বারবার এ বিষয়ে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এলাকায় ঘটছে নানা অপরাধমূলক ঘটনা। বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপও। বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় 'নাইট শিফ্ট'এর কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন, চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে তাঁদের। অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে সন্ধ্যার পর টিউশন পড়তে যাওয়া পড়ুয়াদেরও। এলাকা জুড়ে অপরাধীদের আনাগোনাও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। হলদিয়ার পুর-প্রশাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "বেশ কিছু এলাকায় পথবাতি খারাপ রয়েছে। সেটা পুরসভার নজরে রয়েছে। বিকল পথবাতিগুলিকে সরিয়ে নতুন পথবাতি লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শীঘ্রই দরপত্রের চাওয়া হবে।"

রোগী ভর্তিতে বিভ্রাট, হয়রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা

তমলুক

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে সার সার রোগী। কিন্তু জরুরি বিভাগে রোগী ভর্তির কাজে ব্যবহৃত বিশেষ অ্যাপের সমস্যার কারণে, ভর্তি করা যাচ্ছিল না রোগীদের। তবে অভিযোগ, হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ সময়ে হাসপাতালে না পৌঁছনোয় এমন হয়রানির মুখে পড়েন ভর্তির অপেক্ষায় থাকা রোগী-সহ পরিজনেরা। এ নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। এ দিন সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি চলে বলে অভিযোগ। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ফের রোগী ভর্তি শুরু হয়। রবিবার সকালে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনা।

তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ শর্মিলা মল্লিক বলেন, "হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগী ভর্তি করার জন্য যে অ্যাপের সাহায্য নেওয়া হয়। সেটি এ দিন সকালে ঠিকমতো কাজ করছিল না। যান্ত্রিক সমস্যার জেরেই সকালে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে কিছুটা সময় সমস্যা হয়েছিল। পরে যান্ত্রিক সমস্যা মিটে যাওয়ার পরেই ফের রোগী ভর্তির প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্মরত কর্মীদের একাংশ এ দিন সকালে কাজে যোগ দিতে আসায় দেরি হয়। ফলে রোগী ভর্তি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। হাসপাতালে জরুরি বিভাগের সামনে ও চত্বরে গাড়ির ভিতরে রোগীদের নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় বলেও অভিযোগ। এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরি বিভাগে আসেন হাসপাতালের আধিকারিকেরা। আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে দু'জন কর্মী রোগী ভর্তির কাজ শুরু করলে ক্রমশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। হাসপাতালের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, জরুরি বিভাগে রোগী ভর্তি নিয়ে সমস্যার জেরে রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। এর ফলে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হওয়ার আশঙ্কায় রোগীর পরিজনেদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তাঁর কথায়, "বিষয়টি নজরে আসার পরেও দ্রুত রোগীদের ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

বিজেপির সাহায্যে বোর্ড, তৃণমূলে ব্রাত্য বিক্ষুব্ধরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

পাঁশকুড়া

দলীয় নির্দেশ অমান্য করে পাঁশকুড়ার দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীদের হাত ধরে বোর্ড গড়েছে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল।তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। এ বার সেই সব প্রধান, উপ প্রধানদের দলীয় কর্মসূচিতে ডাকা বন্ধ করল তৃণমূল। রাজ্য নেতৃত্ব তাঁদের কী শাস্তি দেয়, সেই দিকে তাকিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৭টি আসন বিশিষ্ট খন্ডখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১টি আসনে জয় পায় তৃণমূল। বিজেপি ৪টি এবং সিপিএম ২টি আসন পায়। বোর্ড গঠনের দিন প্রধান হিসেবে সিদ্দিক মল্লিক এবং উপ প্রধান হিসেবে অশোক মণ্ডলের নাম দলের প্যাডে লিখে পাঠান তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব। দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে তৃণমূলের তিন জন সদস্য বিজেপি এবং সিপিএমের সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন করেন। প্রধান নির্বাচিত হন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের জয়দেব মাইতি।উপ প্রধান হন আলিয়া খাতুন। জয়দেব মাইতি বর্তমানে তৃণমূলের পাঁশকুড়া ব্লক কমিটির সম্পাদক।

১৭টি আসন বিশিষ্ট পুরুষোত্তমপুর পঞ্চায়েতে তৃণমূল পায় ৭টি আসন। কংগ্রেস ২, সিপিআই ১, আইএসএফ ২ এবং বিজেপি ৫ টি আসনে জয় পায় এখানে। দলীয় নির্দেশ অম্যান্য করে বিজেপি এবং আইএসএফের সমর্থন নিয়ে এখানে প্রধান হন তৃণমূলের পাঁশকুড়া ব্লক কমিটির সম্পাদক সত্যজিত ত্রিপাঠী। এই গ্রাম পঞ্চায়েত উপ প্রধান নির্বাচনের সময় সত্যজিৎ এবং আরেক তৃণমূল সদস্য বিজেপিকে ভোট দেন বলে অভিযোগ।

দলীয় নির্দেশ অমান্য করে বোর্ড গঠনের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে শাস্তির সুপারিশ করেছেন তৃণমূলের পাঁশকুড়া ব্লক নেতৃত্ব। আপাতত ওই সমস্ত বিক্ষুব্ধ নেতাদের দলীয় কর্মসূচিতে ডাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পাঁশকুড়া ব্লক সভাপতি সুজিত রায় বলেন,"আপাতত ওই সমস্ত প্রধান, উপ প্রধানদের আমরা দলীয় কর্মসূচিতে ডাকা বন্ধ করে দিয়েছি।"এ বিষয়ে খন্ডখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়দেব মাইতি বলেন, "ব্লক সভাপতি সুজিত রায় দলীয় নির্দেশ বলে যে সুপারিশ পত্র দিয়েছিলেন তাতে কারও সই, স্ট্যাম্প ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁকে প্রধান নির্বাচিত করেছেন তিনিই হয়েছেন। আমি দলের সমস্ত কর্মসূচিতে যাচ্ছি। কেউ আমাকে এখন নিষেধ করেনি।" আর পুরুষোত্তমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সত্যজিৎ ত্রিপাঠী বলেন, দল আমাকে এখন কোনও কর্মসূচিতে ডাকছে না। দল যা শাস্তি দেবে দলের সৈনিক হিসেবে মেনে নেব।"

প্রতিবাদ এসইউসি-র

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাঁথি

সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পথে নামল এসইউসির ছাত্র সংগঠন ডিএসও। রবিবার কাঁথি শহরে প্রতিবাদ মিছিল হয়।

অলস দুপুরে পাড়ার বটতলায়, জাল বুনে কাটছে সময়, গেঁওখালির ত্রিবেণী সঙ্গম মোড়ে । *ছবি : পার্থপ্রতিম দাস*

প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাঁথি

কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনের ১৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। রবিবার সকালে স্কুল প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থশঙ্কর কর। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রমথেশ মণ্ডল, প্রাক্তনী যথাক্রমে কাঁথি ক্লাবের সম্পাদক শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু মাইতি, গৌতম রায়, কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী। ১৪১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ ও ছাত্ররা। দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠানে বক্তাদের স্মৃতিচারণার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণিতে নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়।

আইনের ভেঙে বেআইনি নির্মাণ অব্যাহত মন্দারমণিতে

কেশব মান্না

মন্দারমণি

বিধি ভেঙে মন্দারমণিতে রমরমিয়ে বেআইনি নির্মাণ চলছে বলে অভিযোগ। শিকেয় উঠেছে 'কোস্টাল রেগুলেটরি জোন' (সিআরজেড) আইন।

হাইকোর্টের নির্দেশে সেখানে সম্প্রতি চারটি বেআইনি লজ ভেঙে দিয়েছে দিঘা- শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ। তার পর সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই পাশে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্মাণ। প্রতি বর্গফুট বেআইনি নির্মাণের জন্য ৬০০ টাকা 'ঘুষ ' দেওয়ার পর তবেই অলিখিত অনুমোদন মেলে বলে স্থানীয় হোটেল মালিকদের একাংশের দাবি। থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে প্রশাসনের নাকের ডগাতেই হচ্ছে সব কিছু। মন্দারমনির বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন,"নিয়ম না মেনে যা কিছু নির্মাণ করা হচ্ছে, সবকিছু খতিয়ে দেখে ভেঙে ফেলা হবে।"

মন্দারমণিতে সমুদ্রের গা ঘেঁষে চলছে নির্মাণ। *নিজস্ব চিত্র*

রবিবার এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, পুরুষোত্তমপুর, দাদনপাত্রবাড় এবং মন্দারমণিতে বহু জায়গায় সবুজ কাপড় দিয়ে বিশাল এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। এবং তার ভেতরেই চলছে দেওয়াল তৈরি বা ছাদ ঢালাইয়ের কাজ। একাধিক হোটেলের মালিক বলছেন,"গোটা এলাকায় সিন্ডিকেট চক্র চলছে। বহিরাগত উদ্যোগপতিদের পাশাপাশি স্থানীয়দের অনেকে এই সব নির্মাণ তৈরি করছেন। দু-এক জন ঠিকাদার বিনিয়োগকারী থেকে প্রতি বর্গফুট নির্মাণের জন্য ৬০০ টাকা করে ঘুষ নিচ্ছেন। আর সেই টাকা পৌঁছে যাচ্ছে প্রশাসনের নানা মহলে।

স্থানীয় হোটেল মালিক সংগঠনের সভাপতি সন্দীপন বিশ্বাসও এই অভিযোগ মানছেন। তবে তার দাবি, "এই সব নির্মাণের জন্য কারা অনুমতি দিয়েছে, তা অজানা।" স্থানীয় কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান স্বপন দাস বলছেন, "২০০৮ সালের পর থেকে মন্দারমনি এলাকায় কোনও নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়নি!"পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি দেবাশিস শ্যামল বলছেন, "জাতীয় পরিবেশ আদালত এবং হাইকোর্ট মন্দারমনিতে সব রকমের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে। তা সত্ত্বেও যথেচ্ছ ভাবে নির্মাণ হচ্ছে।"কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী, জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল যতদূর আছড়ে পড়ে, তার কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না। অথচ, সেই বিধি না মেনেই মন্দারমণিতে একের পর এক নির্মাণ মাথা তুলেছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে রামনগর-২ এর বিডিও-র প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, "আদালতের নির্দেশ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করব।" দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার মণ্ডলের অবশ্য বক্তব্য, "মন্দারমণিতে পুনরায় নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা ছিল না। খোঁজ নিচ্ছি।"